বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত ভাই বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে হাকীমে এরশাদ করেন ‘ সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে’ (আল কুর’আন সূরা আলে ইমরান-১৮৫)।

এই আয়াতে কে সফল আর কে ব্যর্থ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে এবং জান্নাতে যাওয়া যাবে? সে কথাও আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন-**“হে ঈমানদারগণ তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন”** (আল কুর’আন বাকারা-২০৮) আমাদের ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য্য তুলে ধরার সাথে সাথে মানুষের নিকট এ আলোকিত আহবান পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আমাদের ঈমান আক্বিদা হেফাজতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে চরিত্রবান ও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদেরই দায়িত্ব। এদেরকে বাচাঁতে হলে অবশ্যই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এর সমাধান খুঁজতে হবে। আমাদের কমিউনিটিকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে এই সমাজকে, যে সমাজে আমরা বসবাস করি।

আর এজন্যে নিজেদেরকে সঠিক মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলামের সুমহান দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের এ দাওয়াত যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এককভাবে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। মহান আল্লাহর নির্দেশও তাই। আর এই নির্দেশ পালনার্থেই "মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)"র আত্মপ্রকাশ। মুনার লক্ষ্য হল, মানুষের ব্যক্তি জীবনে ইসলামের নিদের্শিত পথে চলার সহযোগিতা করা এবং আমেরিকার বাস্তবতাকে সামনে রেখে হিকমত ও চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের মাধ্যমে অন্যদের নিকট ইসলামের আহবান পৌঁছে দেয়া।

তাই আসুন, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র সাথে আপনিও শরীক হোন এবং ইসলামের মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুন মনের প্রশান্তি সহকারে এই সংগঠনে শরীক হতে পারেন, সেজন্য কুরআন-হাদীসের আলোকে এই সংগঠনের কর্মসূচী আপনাদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে:

মুনার পাঁচ দফা কর্মসূচী:

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র পাঁচ দফা কর্মসূচী কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক এবং বিজ্ঞান সম্মত। রাসুলে করিম (সা:) এর পরিচালিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ জাতীয় কর্মসূচী বিদ্যমান ছিল, ইতিহাস তা সাক্ষ্য দেয়।

সংক্ষেপে পাঁচ দফা কর্মসূচী নিম্নরূপঃ

১. দাওয়াত

২. সংগঠন

৩. শিক্ষা

৪. সমাজ সেবা

৫. পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রথম দফাঃ দাওয়াত

"ইসলামী আর্দশ অনুশীলনের জন্য মুসলমানের প্রতি আহবান এবং অমুসলিমদের নিকট ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা।

দাওয়াত শব্দের অর্থ ডাকা, আহবান করা। সমস্ত নবী রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ রাসূলে করিম (সাঃ) এর পরিচয় দিয়েছেন "দায়ী ইলাল্লাহ" অর্থ্যাৎ আল্লাহর পথের আহবানকারী হিসেবে। *আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,*

১. **আল্লাহর পথে আহবান করা ফরজঃ** "ডাক তোমার প্রভূর দিকে হিকমত ও উত্তম বক্তব্যের মাধ্যমে এবং তর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়" (আল-কুর'আন সূরা নাহল-১২৫)।

২. **আল্লাহর দিকে আহবান করা সর্বোত্তম কাজঃ**"তার কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে, নেক আমল

করে এবং ঘোষণা করে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত” (আল-কুর’আন সূরা হামীম আস সিজদা-৩৩)

৩. **মুমিন জীবনের মিশনঃ**“তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হল, তোমরা মানুষদেরকে সত্যের পথে আহবান করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে”। (আল-ইমরান ১১০)

৪. **ছাওয়াব জারী থাকার মাধ্যমঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- “যদি কোন ব্যক্তির দাওয়াতে কেহ হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তাহলে দাওয়াত দানকারীর জন্য প্রতিদান হল হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে হিদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির অংশের কোন কমতি হবে না। (সহীহ মুসলিম)।

৫. **দাওয়াতী কাজ না করার পরিনামঃ** হযরত হুজায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- “আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তোমরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নাজিল হবে। অত:পর তোমরা (তা হতে বাঁচার জন্য) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না”। (তিরমিজি)।

দ্বিতীয় দফাঃ সংগঠন

“নিজের ও সমাজের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা”।

কোন মুমিন ব্যক্তিকে একাকী জীবন যাপন করতে ইসলাম অনুমতি দেয়নি বরং সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন করাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

১. সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ফরজঃ“তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা” (আল কুর'আন সুরা আল ইমরান-১০৩)

২. সিরাতুল মুস্তাকিম পাওয়ার উপায়ঃ “যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করবে, মূলতঃ তাদের জন্যই রয়েছে সিরাতুল মুস্তাকিম বা সহজ সরল পথ”। (আল-কুর'আন সুরা আল ইমরান-১০১)।

৩. আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তার পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংগ্রাম করে”। (আল কুর'আন সুরা আস সফ -৪)

৪. আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার উপায়ঃ “যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তার দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ

করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সহজ সরল পথের সন্ধান দিবেন” (আল কুরআন সুরা আন নিসা-১৭৫)

৫. সংগঠন ছেড়ে দেয়া ইসলাম ত্যাগ করার শামিল: হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলে করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রশিকে তার গলদেশ থেকে আলাদা করে নিল।(আহমদ, আবু দাউদ)

৬. সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই: হযরত উমার ফারুক (রাঃ) বলেন, “সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই আর নেতৃত্ব ব্যতিত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই।” (আসার)

তৃতীয় দফা: শিক্ষা

“ইসলামী জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।”

রাসুল (সাঃ) এর প্রতি প্রথম ওহি ছিল শিক্ষার ব্যাপারে। আল্লাহ পাক বলেন, “পড়! তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।” (আল কুর’আন সূরা আলাক-১)

*** শিক্ষক হিসেবে রাসুল (সাঃ) এর প্রেরণ:**

আল্লাহ পাক নবী করিম (সাঃ) কে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করে বলেন, “তিনি সেই সত্ত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে

একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর পূর্বে তারা সুষ্পস্ট গোমরাহীতে ডুবে ছিল"। (আল কুর'আন সুরা জুমুআহ-২)

*** যে জানে আর যে জানেনা উভয় এক নয়ঃ**"হে নবী! আপনি বলে দিন যারা জানে আর যারা জানেনা তারা উভয় কি কখনও সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাইতো নসীহত গ্রহন করে থাকে" (আল-কুরআন সুরা যুমার-৯)

*** কুরআনের শিক্ষাই রবের শিক্ষাঃ** "বড়ই মেহেরবান আল্লাহ এ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।" (আল-কুরআন সুরা আর রহমান-১-৪)

*** এলম তথা জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন,"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

*** কুর'আনের প্রশিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তিঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়"। (বুখারী)

*** চরিত্রবান ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদারঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ

করেছেন,"মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ।" (মিশকাত)

*** চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তমঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম"(বুখারী-মুসলিম)

*** দ্বীনের গবেষণা নফল ইবাদত থেকে উত্তমঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "রাত্রির কিছু সময় দ্বীনের গবেষণা বা দ্বীনের পারস্পরিক আলোচনায় থাকা সারা রাত্র ইবাদত করার চেয়ে উত্তম" । (দারেমী)

চতুর্থ দফাঃ সমাজ সেবাঃ

মানব সমাজের উন্নয়নে কল্যাণমূলক কাজ করা ।

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে সমাজ সেবা:

*** মানুষের সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্যঃ** "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, তোমাদের কাজ হল, তোমরা মানুষদেরকে সত্যের পথে চলার আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলবে।" সূরা (৩) আলে ইমরান:১১০

*** মিসকিনকে খাবার না দেওয়া জাহান্নামীদের অভ্যাসঃ** "নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলনা, যে মিসকিনকে

খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিতনা" (আল-কুরআন সুরা হাককাহ-৩৩-৩৪)

*** অসহায় মানবতার অধিকার দিয়ে দাওঃ** "তাদের ধনসম্পদের মধ্যে প্রার্থনাকারীদের এবং বঞ্চিত অসহায় মানুষের হক বা অধিকার রয়েছে"। (আল কুরআন সুরা যারিয়াত-১৯)

*** সমাজের অসহায় মানুষের জন্য কাজ করা আল্লাহর পথে সংগ্রামের সমতুল্যঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন,"যে ব্যক্তি গরীব, অভাবী, অসহায় ও বিধবাদের সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করে সে আল্লাহর পথে সংগ্রামরত ব্যক্তির সমতুল্য"। (বুখারী ও মুসলিম)

পঞ্চম দফাঃ পারস্পরিক সুসম্পর্কঃ

"বিভিন্ন সংগঠন, ধর্মাবলম্বী, ভাষাভাষী ও প্রতিবেশীদের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো"।

*** মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাইঃ** "মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই। অতত্রব তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে নাও। (আল কুর'আন সুরা হুজরাত-১০)

*** পারস্পরিক সুসম্পর্ক আল্লাহর নেয়ামতঃ**"আল্লাহর সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়কে মিলিয়ে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর

ফলে ভাই ভাই হয়ে গেলে”। (আল কুরআন সুরা আলে ইমরান-১০৩)

*** সকলের সাথে সৎ ব্যবহার করঃ** “আল্লাহ পাক বলেন, নিকট আত্মীয় ও ইয়াতিম মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয় প্রতিবেশী,অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের প্রতি ভালো ব্যবহার কর। (আল কুরআন সুরা নিসা-৩৬)

*** ভালোবাসা আল্লাহর জন্যঃ** “হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে ভালোবাসতো তারা আজ কোথায়? আজ আমি তাদেরকে নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দান করব। আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া নেই”। (মুসলিম)

*** রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশ অমুসলিমদের সাথে ভালো আচরণ করঃ** “রাসুল (সাঃ) বলেছেন মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর নবী, আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব” ।(আবু দাউদ)

আর দেরী নয়, আসুন সত্যের পক্ষে, কল্যাণের পথে, আখেরাতে নাজাতের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য “মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)” এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। হে আল্লাহ আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দ্বীনের পথে কাজ করার তৌফিক দাও। আমিন।